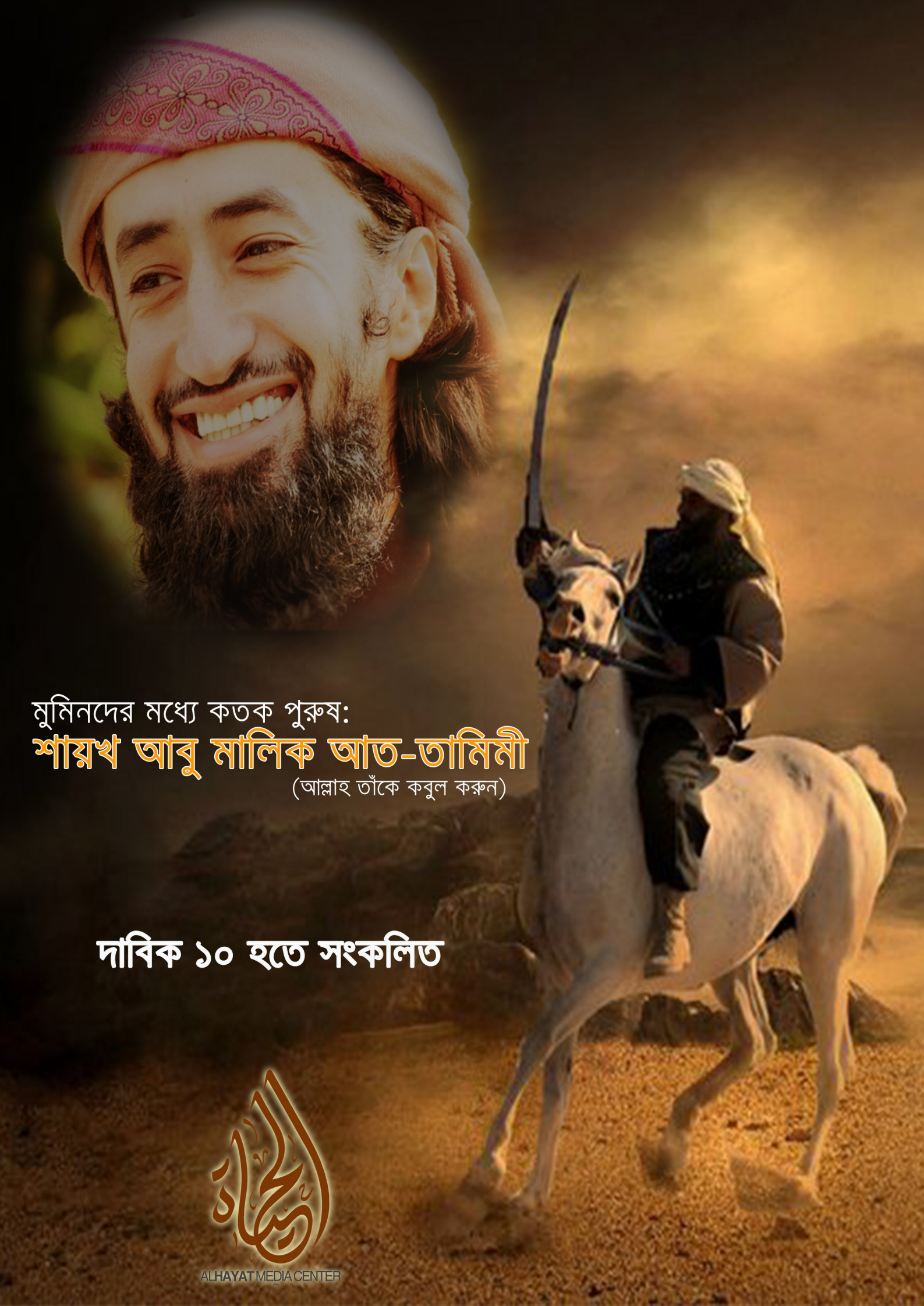

মুমিনদের মধ্যে কতক পুরুষ:

শায়খ আবু মালিক আত-তামিমী

(আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)

দাবিক ১০ হতে সংকলিত

ALHAYAT MEDIA CENTER

মুমিনদের মধ্যে কতক পুরুষ:

শায়খ আবু মালিক আত-তামিমী

বীরযোদ্ধা অবশেষে অবতরণ করেছেন... বীরযোদ্ধা, মহানায়ক আবু মালিক আত-তামিমী জিহাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করেছেন... এবং পরকালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তিনি বিশুদ্ধ তাওহীদ আর আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাপূর্ণ জিহাদ, সাদাসিধা জীবন এবং পরকালের খোজে দুনিয়া, সুখ্যাতি, সম্পদ এবং বিলাসিতা ত্যাগ করে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে হিজরত করেছিলেন।

শায়খ আবু মালিক আনাস আন-নাশওয়ান বিলাদুল-হারামাইনের একটি সম্পদশালী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি শারীয়াহ'র শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে জ্ঞান অর্জন এবং আমলের উদ্দেশ্যে একজন মুরাবিত হিসেবে রিবাত পোস্টগুলোতে যোগ দিতে তিনি তাদের একাডেমী সমূহ ত্যাগ করে।

তিনি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে পৌঁছান এবং সেখানকার বীরযোদ্ধাদের সাথে কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন, তাদের দ্বীনী শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দ্বারা দীক্ষিত করেছেন, তা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করেন। তিনি তাদের মধ্যে একজন ভালোবাসার মানুষ হিসেবে বসবাস করেন, যার কথার অনেক সম্মান করা হতো এবং তিনি সেখানে চার বছর কাজী (বিচারক) হিসেবে কাজ করেন। যখন ইরাক এবং শামে তাওহীদের স্ফুলিঙ্গ জ্বলতে শুরু করে, তিনি এবং একদল মুহাজির ভাই দাওলাতুল ইসলামের সমর্থনে এগিয়ে আসেন, রাস্তায় আল-কায়দা'র নেতৃত্বের সাথে দেখা কারেন।

তিনি আল কায়দার পিটে চেপে থাকা কিছু সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন এবং নিরপেক্ষভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে তাদের বিচার করেন যা অনেকের অভিলাষের বিরুদ্ধে যায়। তিনি ছিলেন দৃঢ়, নির্ভীক পাহাড় সম, তিনি খোরাসানে তানজিমের নেতৃত্ব কর্তৃক তাকে প্রদত্ত শামে জাওলানীর নৈকট্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি নির্ভেজাল আক্বিদাহ'র লোক ছিলেন। আমি কখনও ভুলবো না তিনি কেমন করে শামে হিজরতের ভুয়া দাবিদারদের সাথে কথা বলতেন, তিনি তাদের বলেন, "কেমন করে একজন লোক শরীয়াহ দ্বারা শাসনকারীদের কাছ থেকে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য আইন দ্বারা শাসনের করার উদ্দেশ্যে ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে ভূমি দখল করতে সাহায্য করার জন্য নিজেকে উড়িয়ে দেয়?!"

দাওলাতুল ইসলামের যোগ দান এবং আমিরুল-মু'মিনিন

ইব্রাহীম ইবন ‘আওয়াদ আল-কোরাইশী আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর প্রতি বাইয়াহ প্রদান করার পর তিনি উলাইয়াহ হালাবে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে সুস্থ হওয়ার পর তিনি গবেষণা এবং অনুসন্ধান অধিদপ্তরে কাজ শুরু করেন, পরবর্তীতে তিনি সাধারণ পরিদর্শন কমিটির অধীনে শারীয়াহ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এমতাবস্থায় তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতির জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকেন এবং অবশেষে তাঁর অনুরোধ গৃহীত হয়। অতঃপর তিনি আস-সুখনা শহর মুক্ত করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, সেখানে তিনি তাঁর ভাইদের সাথে অগ্রসর হন এবং শত্রুর গোলার আঘাতে নিহত হন।[২]

তিনি এই দাওলাতুল ইসলামকে সেবা করার উদ্দেশ্যে দিন-রাত কাজ করতেন, তিনি এই দ্বীনকে প্রতিরক্ষা করেছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন, আল্লাহর বিধান অনুসারের লোকদের বিচার করেছেন এবং তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন। তিনি কখনও ক্বিয়ামুল-লাইল ছাড়তেন না এবং তিনি একজন উত্তম আখলাকের উদাহরণ ছিলেন। তাঁর প্রতি লোকদের হৃদয় ঝোঁকে ছিল । আমাদের বীরযোদ্ধা চলে গেছেন এবং আমাদের দুশমনের হৃদয় হিংসায় এবং বিদ্বেষে ফুটছে আর তখন আমরা আনন্দিত চিত্তে বলছি, “আপনার সাথে দেখা হবে –ইনশা’আল্লাহ- চিরন্তন জান্নাতে মানবজাতির নেতা এবং তাঁর সাহাবিদের সহিত, ইনশা’আল্লাহ।”

আপনার রক্ত যাতে আমাদেরকে আলো হয়ে আলোকিত করে এবং আমরা যেন আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পারি। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, হে আনাস আন-নাশওয়ান এবং তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

আপনাদের ভাই,
আবু জারির আস-শামালি

---

১ সম্পাদকের নোট: শায়খ আবু মালিক (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) আল-কায়দার কিছু নেতাদের মামলায় বিচার করেন। ঐ যুবকরা গুপ্তচরবৃত্তি এবং ফাহিসায় লিপ্ত হয়েছিলো। এই ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে দাবিক ৬ এর ৪৯-৫২ পৃষ্ঠায় “ওয়াজিরিস্তানের আল-কায়দা” প্রবন্ধের।

২ অনুবাদকের নোট: আস-সুখনা শহর মুক্ত কারার লড়াইয়ে শায়খ আবু মালিক আত-তামিমী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) তাঁর ভাইদের সাথে আমরণ লড়াই করার শপথ (বাইয়াহ ‘আলাল মাউত) গ্রহণ করেন। তার সর্বশেষ বাইয়াহ গ্রহণের ভিডিও দেখতে উলাইয়াহ হিমস মিডিয়া কর্তৃক পরিবেশিত “আস-সুখনা মুক্ত কারার লড়াই” শিরোনামের ভিডিওটি দেখুন।

“বাইয়াহ ‘আলাল মাউত” পরবর্তী দৃশ্য